দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

004

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৯৪ : ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৮

ফ্যাসিলিটিজ ফি

চমৎকার ব্যবস্থা। ফ্যাসিলিটিজ ফি। আমাদের ভাষায় নতুন সংযোজনই বলতে হবে। আমাদের পাবনা রিপোর্টার জানিয়েছেন, গত এসএসসি পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীরা কয়েকজন ইনভিজিলেটর বা পরিদর্শককে নকলের সুযোগ-সুবিধার জন্যে মোটা অংকের 'ফ্যাসিলিটিজ ফি' দিয়েছেন। এখন ফ্যাসিলিটি ভোগকারী কয়েকজন পরীক্ষার্থী জেলা প্রশাসকের কাছে সে তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছেন, পরীক্ষার্থী ও পরিদর্শক যাতে একই স্কুলের না হয় সে পদক্ষেপ তারা ভবিষ্যতে নেবেন। এতে ফ্যাসিলিটিজ ও ফি আদান-প্রদান কতটা বন্ধ হবে—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যে সমাজে ছাত্ররা নকলের সুযোগ-সুবিধার জন্যে শিক্ষককে পয়সা দেয় এবং শিক্ষকও তা পকেটস্থ করেন—সে সমাজে নকল বন্ধের আশা মনে হয় দুরাশা। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘুণ লেগেছে। হলে হলে নকল চলে, পরীক্ষার খাতা দেখায় কারচুপি ঘটে, সার্টিফিকেট, মার্কশীট জাল হয় এবং পুলিশ মোতায়েন করে পরীক্ষার হলে শান্তি রক্ষা করতে হয়। নকলের জন্যে বিশেষ পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, সরকার সেসব কেন্দ্র বাতিল করতে গেলে প্রভাবশালী লোকরা পর্যন্ত তদবিরে নামেন, এমন একটা অবস্থায় কি আর আশা করা যেতে পারে। শিক্ষা তো শুধু বই মুখস্থ করা হলে খাতা লেখা কিংবা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা মাত্র নয়। শিক্ষা মানুষকে কিছু মূল্যবোধ উপহার দেয়। এই যেমন নকল করা উচিত নয়, নকল করা অন্যায়, এ বোধও শিক্ষারই দান। কিন্তু যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক মিলে ফ্যাসিলিটিজ নিতে শুরু করেছে, ফি লেনদেনের ব্যবস্থা পর্যন্ত চালু হয়ে গেছে, সেখানে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটা লেখাপড়া হয়, সেই পড়াশুনার মানই বা কি, দক্ষ জনশক্তি কতটা তৈরি হচ্ছে, সে সব তো পরের প্রশ্ন। নকলের কারবার গোটা জাতির ভবিষ্যতই তমসাচ্ছন্ন করে তুলছে। শিক্ষাঙ্গনে নিয়ম-শৃংখলা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চার বছর পর্যন্ত পিছিয়ে পড়েছে, ভর্তি পরীক্ষায় ভিড় প্রতিবছর স্ফীতত্তর হচ্ছে, বইপত্রের মান নীচু, ছাপা অসহ্য—এমন একটা অবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের আশাও আর করতে পারি না। শুধু এইটুকু বলি শিক্ষাঙ্গনে এই ফ্যাসিলিটিজের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা না গেলে সমাজের রসাতলে যেতে আর বেশি সময় লাগবে না।